ফরেস্ট্রিতে ভর্তির ইচ্ছা অনেক শিক্ষার্থীরই রয়েছে। ফরেস্ট্রিতে ভর্তির প্রস্তুতি কিভাবে নেবেন তারই আলোচনা করা হলো।

ভর্তির প্রস্তুতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ফরেস্ট্রিতে ভর্তি হতে হলে

মাহমুদ কবীর ❑ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ফরেস্ট্রি বা বনবিদ্যা অনেক শিক্ষার্থীর কাছেই কাংক্ষিত আর আকর্ষণীয়। ভর্তি পরীক্ষার খুব বেশি দেরি নেই। যারা ভর্তি হতে চান তাদের কথা মনে রেখেই এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নিয়মকানুন এবং প্রস্তুতির বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

লক্ষ্য করুন

১৫ জানুয়ারি ১৯৯৪ ভর্তি ফরম বিক্রয়ের শেষ তারিখ। ১৭ জানুয়ারি ফরম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। ৬ ফেব্রুয়ারি প্রবেশপত্র সংগ্রহের শেষ তারিখ। ৭ ফেব্রুয়ারি বিকেল ১-৪টা পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা হবে।

আবেদনপত্র জমা ও ফিস

বনবিদ্যায় ভর্তির জন্য সাদা কাগজে ছাত্রের নাম, পিতার নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা পাসের স্কুল ও কলেজের নাম, পরীক্ষার বছর, প্রাপ্ত বিভাগ ও মোট নম্বর আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে। আবেদনের ফিস নগদ ১২৫ টাকা অথবা পরিচালক বনবিদ্যা ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ব্যাংক শাখায় ব্যাংক ড্রাফট হতে হবে। আবেদনপত্র জমা দিতে হবে বনবিদ্যা ইন্সটিটিউট অফিস কক্ষে।

আবেদনের যোগ্যতা

১. প্রার্থীকে ১৯৯২ বা '৯৩ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাস করতে হবে। ২. এসএসসি বা এইচএসসি যে কোনো একটিতে প্রথম বিভাগে এবং অপর পরীক্ষায় ন্যূনতম গড়ে ৫০% নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করতে হবে। ৩. সব প্রার্থীকে পদার্থ, রসায়ন, গণিত ও জীববিজ্ঞান বিষয়সমূহ নিয়ে এইচএসসি পাস করতে হবে।

বিষয়, সময় ও নম্বর বণ্টন

১. বনবিদ্যা বিভাগে লিখিত পরীক্ষায় এইচএসসি সমমানের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে। ২. মোট সাতটি বিষয়ের সবগুলো বিষয়েরই উত্তর দিতে হবে। সেগুলো হলো : বাংলা, ইংরেজি, পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ৩. প্রতিটি বিষয়ে ২৫ করে মোট (২৫ x ৭)=১৭৫ নম্বর থাকবে। ৪. সময় দেওয়া হবে তিন ঘন্টা।

কি কি বই পড়বেন

বনবিদ্যা বিভাগে ভর্তি হতে চাইলে আপনাকে ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে। লেখাপড়া করতে হবে প্রচুর। মনে রাখবেন পরীক্ষাটি খুব প্রতিযোগিতাপূর্ণ। যে বইগুলো পড়বেন- (ক) বাজারে প্রাপ্ত বনবিদ্যার গাইড থেকে কয়েক বছরের প্রশ্নের ধরন কি রকম থাকে তা দেখে নিন। (খ) বাংলা ও ইংরেজি উচ্চতর ব্যাকরণ বই পড়বেন। পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা ও গণিত এইচএসসির বই

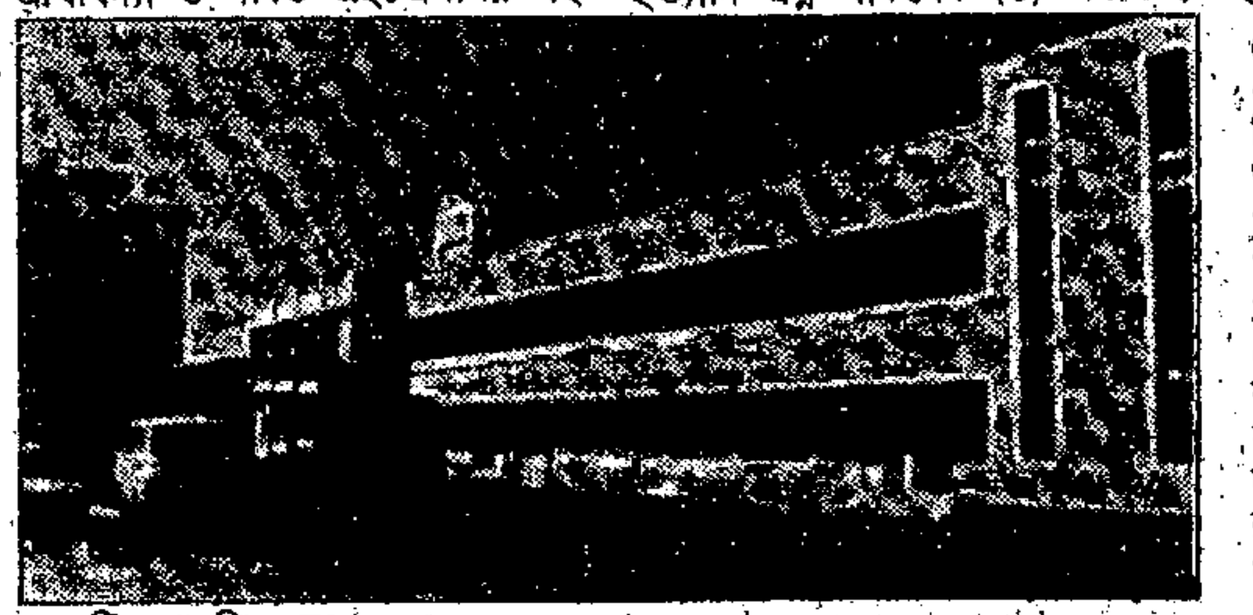

ফরেস্ট্রি প্রশাসনিক ভবন

পড়বেন। (গ) সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্রপত্রিকা ও বাংলাদেশের ডায়েরি পড়বেন। সদ্যসমাপ্ত ষষ্ঠ সাফ গেমস সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে রাখবেন।

পরীক্ষার প্রশ্নবিন্যাস

লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নবিন্যাস কিভাবে থাকবে তা নিচে দেওয়া হলো। (১) বাংলা : ইংরেজি থেকে অনুবাদ, বানান শুদ্ধি, সত্য-মিথ্যা নির্ণয় ইত্যাদি চার/পাঁচটি প্রশ্ন থাকবে। (২) ইংরেজি : বাংলা থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ, সঠিক শব্দ নির্বাচন ইত্যাদি প্রশ্ন থাকবে। (৩) পদার্থ : শূন্যস্থান পূরণ, সত্য-মিথ্যা নির্ণয়, সংক্ষিপ্ত সমাধান, অঙ্ক, টিকচিহ্ন ইত্যাদি পাঁচ/ছয়টি প্রশ্ন থাকবে। (৪) রসায়ন : সত্য-মিথ্যা, শূন্যস্থান পূরণ, সমীকরণ, লিখন, সংকেত ও অঙ্ক থাকবে। (৫) জীববিদ্যা : উদ্ভিদ ও প্রাণীবিদ্যা থেকে শূন্যস্থান, সত্য-মিথ্যা, টিক চিহ্ন, বৈজ্ঞানিক নাম প্রশ্ন থাকবে। (৬) গণিত : সত্য-মিথ্যা, জ্যামিতি, ক্যালকুলাস ও গতিবিদ্যা থেকে অঙ্ক থাকবে। (৭) সাধারণ জ্ঞান : সংক্ষিপ্ত উত্তর, এক কথায় উত্তর, ঘটনাগুলোর সাল, গ্রন্থের নাম, শব্দ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকবে।

বিশেষ প্রয়োজন

বনবিদ্যার পরীক্ষার প্রশ্ন বেশ কঠিন এবং ভিন্নরকম হয়। ১. সব প্রশ্নই ছোট ছোট হবে। ২. মোট সাতটি বিষয়ে ৩৫-৪০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৩. সত্য-মিথ্যা প্রশ্নের প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য সমপরিমাণ নম্বর কাটা যাবে।

লেখাপড়ার নিয়ম ও পরীক্ষা

লেখাপড়া সঠিকভাবে করার কিছু নিয়ম আছে, আছে কিছু কৌশল। আপনি সেই কৌশলকে কাজে লাগাতে পারেন, তবে পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেন। ১. শূন্যস্থান ভালো করে পড়বেন। প্রয়োজনে খাতায় নোট রাখুন। খেয়াল রাখবেন সত্য-মিথ্যা যেন ভুল না হয়। অঙ্ক নিয়মিত করবেন। ২. বাসায় প্রতি সপ্তাহে বাংলা ও ইংরেজি দু' দিন, জীববিজ্ঞান তিনদিন, পদার্থ-রসায়ন ও গণিত দু' দিন নিজে নিজেই প্রশ্ন করে পরীক্ষা নিন। এতে আপনার লেখার উৎকর্ষতা বেড়ে যাবে।

শেষ কথা

বনবিদ্যা ইন্সটিটিউটে ভর্তি হবার ইচ্ছা অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু ভর্তি বেশ প্রতিযোগিতাপূর্ণ। তাই আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে ভালো করে। তবেই আসবে কাংক্ষিত সাফল্য। অভিনন্দন সকলকে।

12 JAN 1994